দৈনিক বাংলা

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 30 MAR 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

023

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : বৃহস্পতিবার ১৬ই চৈত্র, ১৩৯৫ : ৩০শে মার্চ, ১৯৮৯

রামছাগল-কান্ড

এসএসসি পরীক্ষা মানেই হুলস্থুল কান্ড। এমন ঘটনাবহুল ব্যাপার আমাদের সমাজে কমই আছে। পরীক্ষার্থী, পরীক্ষক, পরিদর্শক, প্রশ্নকর্তা এবং বোর্ড কর্তৃপক্ষ—এদের মিলিত প্রযোজনায় এসএসসি পরীক্ষা মাঝে মাঝেই মস্তবড় প্রহসন হয়ে ওঠে। একদিকে নকল নিয়ে হামলা সংঘর্ষ, অন্যদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা, আরও একদিকে প্রশ্ন নিয়ে উল্টো-পাল্টা কারবার—এ প্রহসন সামলাতে গিয়ে সবারই হিমসিম অবস্থা।

অন্যান্য বছরের মত এবারও এসএসসি পরীক্ষা উপলক্ষ করে সবগুলি নাটকীয় কান্ডই ঘটেছে। তবে প্রহসন চরমে উঠেছে ঢাকা বোর্ডের সাধারণ বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষার দিনে। ওই দিন সাধারণ বিজ্ঞানের একটি প্রশ্নে জানতে চাওয়া হয়েছিল, রামছাগলের 'বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি' কি? একে রামছাগল তার ওপর তাদের 'বিশেষ বৈশিষ্ট্য'—পরীক্ষার্থীরা একটু হতচকিত হয়েছে বৈকি। প্রশ্নকর্তারা রামছাগলের বৈশিষ্ট্য জানতে চেয়েই সন্তুষ্ট থাকেননি—তাদের 'বিশেষ বৈশিষ্ট্য' বয়ান করতে বলেছেন পরীক্ষার্থীদের। প্রশ্নকর্তারা বাংলা অভিধান খুললে দেখতে পেতেন 'বৈশিষ্ট্য' শব্দের অর্থই 'বিশেষত্ব'। তাহলে আর তারা পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে রামছাগলের বিশেষ বিশেষত্ব জানতে চাইতেন না। কিন্তু অভিধান আর ব্যাকরণের তোয়াক্কা আর কে করে।

রামছাগলের 'বিশেষ বৈশিষ্ট্য' সম্পর্কে পরীক্ষার্থীরা যদি সবিশেষ কিছু লিখে থাকতে না পারে তাহলে তাদের ক্ষমা করে দেয়া যেতে পারে: হাজার হোক ছেলেমানুষ। কিন্তু বড়োমানুষদের এমন কান্ডকারখানার ব্যাখ্যা কি? প্রশ্নপত্রেই যদি ভাষাগত কিংবা ব্যাকরণগত ভুল থাকে, তাহলে পরীক্ষার্থীরা কোথায় দাঁড়ায়?

স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড অনুমোদিত সাধারণ বিজ্ঞানের দ্বিতীয় খন্ডে রামছাগল সম্পর্কে যে বর্ণনা ও পরিচয় আছে তা কি বিজ্ঞান? বোর্ডের বইয়ে রামছাগল সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাদের লম্বা লম্বা পা ও লম্বা লম্বা কান আছে। রামছাগল থেকে দুধ ও মাংস বেশী পাওয়া যায়। বাংলাদেশে বিরাজমান রামছাগল বিহার থেকে যমুনা পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছে। খুবই জ্ঞানগর্ভ তথ্য সন্দেহ নেই। যারা এ বই লিখেছেন এবং যারা প্রশ্ন তৈরি করেছেন তাদের অসাধারণ পান্ডিত্যের প্রশংসা করতে হয়। কিন্তু এসব মহামূল্যবান তথ্য এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জানানো কি খুবই জরুরী ছিল? ব্যবহারিক বিজ্ঞানের নামে এ কি অনাচার।

রামছাগলের প্রতি প্রশ্নকর্তাদের কিছুটা পক্ষপাতিত্বের কারণ অবশ্য অনুমান করা যায়। কারণ, বোর্ডের বইয়ে উল্লেখ আছে, রামছাগল থেকে দুধ ও মাংস বেশী পাওয়া যায়। দেশে ওই দুটি সামগ্রীই বেশ দুর্লভ ও দুর্মূল্য। রামছাগল পালন করলে হয়ত আমাদের সব দুঃখ ঘুচতে পারে। শিক্ষার্থীদের বিপুল সম্ভাবনাময় রামছাগল পালনে উদ্বুদ্ধ করে তোলার উদ্দেশ্যেই সম্ভবত বোর্ড কর্তৃপক্ষ পাঠ্যবইয়ে রামছাগলের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। কিন্তু সত্যি কি এর নাম বিজ্ঞান? এসএসসি পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে চার পাঁচটা ফুলের নাম জানতে চাওয়া কি তাদের মেধার কাছে যথেষ্ট প্রশ্ন?

রামছাগলের রশ্মি নিয়ে আমরা আসলে টানাটানি করতে চাই না। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, যে সব প্রশ্নকর্তা 'বিশেষ বৈশিষ্ট্য' লেখেন তাদের কি পরীক্ষা পরিচালনা ও খাতা দেখার নৈতিক কোন অধিকার আছে? যারা এমন উদ্ভট পাঠ্য বই তৈরি করেছেন তাদের হাতে কি ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভবিষ্যৎ নিরাপদ?